৪।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR 30 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বুয়েটে উচ্ছৃংখলতা

উচ্ছৃংখল ছাত্রদের নজিরবিহীন ভাঙচুর, ধ্বংসকাণ্ডের পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ৫২ জন বিদেশী ছাত্রছাত্রী ছাড়া সব ছাত্রছাত্রী হল ত্যাগ করেছে গত মঙ্গলবার। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে বুয়েট আনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। সে সময় বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হাতে একজন ছাত্র নিহত হয়েছিল। আর এবার বুয়েটের ছাত্রদেরই একাংশ গত রবিবার ও গত সোমবার গভীর রাতে একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও শেষে আবাসিক এলাকায় শিক্ষকদের বাসাবাড়ীতে ব্যাপক হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মত ধ্বংসকাণ্ড ঘটায়। এতে বুয়েটের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা এবং শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় হামলারত উচ্ছৃংখল ছাত্রদের নিবৃত্ত করতে গেলে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। মারমুখী ছাত্রদের সৃষ্ট সন্ত্রাসে মারাত্মক ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বুয়েট ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন আবাসিক এলাকায়। এই পরিস্থিতি যে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ চরমভাবে পদদলিত করেছে এবং সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত— এটা বিশদ ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। এই উচ্ছৃংখলতা যে সন্ত্রস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার আর কোনো সহজ উপায় হয়তো ছিল না। এতে করে চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরাই। কেননা, অনির্দিষ্টকালের এই বন্ধ ঘোষণার ফলে দু'বছরের সেশনজট আরো বেড়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীরা এ ব্যাপারে সচেতন নয়, এমন মনে করা যায় না। তবে, এ ধরনের পরিস্থিতি সাধারণ নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং তারা পরিস্থির শিকার হয় মাত্র। অথচ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যালঘু এক শ্রেণীর ছাত্রের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক তথা গোটা শিক্ষাঙ্গন জিম্মি হয়ে আছে।

বুয়েটের ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে যে কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বা বিবেকবান মানুষই স্তম্ভিত হয়েছেন। যারা ভবিষ্যতে দেশে ন্যায়নীতির রক্ষক হবেন, তাদেরই একাংশ ন্যায়নীতি উচ্ছেদে উচ্ছৃংখল তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারেন—এ প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে না। বুয়েটে ছাত্রদের এই উচ্ছৃংখল আচরণের পশ্চাতে যে কারণ নিহিত রয়েছে তাহল, ক্লাস পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে এক বছর মেয়াদে বহিষ্কৃত জনৈক ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবী। ছাত্ররা যার জন্য এ দাবী জানিয়েছেন, সেই ছাত্রটি ক্লাস টেস্টে তার এক বান্ধবীর প্রক্সি দিতে গিয়ে বিভাগীয় শিক্ষকের কাছে ধরা পড়ে। ছাত্রদের বক্তব্য ঃ পরীক্ষায় এ ধরনের প্রক্সি দেয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে। অথচ লঘু পাপে গুরুদন্ড দেয়া হয়েছে। সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন ওঠে, পরীক্ষায় প্রক্সি দেয়ার ঘটনাকে কি লঘু পাপ বলা যায় এবং এই ঘটনা অহরহ কারা ঘটাচ্ছে? কে না জানে পরীক্ষায় প্রক্সি দেয়া গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। একথা কি তাদের অজানা, যারা অহরহ এই গুরুতর অন্যায়টি ঘটাচ্ছে? এসব প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধানের মতো মানসিকতা তাদের নেই, যারা এজন্য দুই দফা ব্যাপক উচ্ছৃংখলতায় লিপ্ত হতে পারে। তবে, ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিকদের এই মানসিকতা থাকা যে উচিত—এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। অথচ, তাদের পক্ষ থেকে যে চার দফা দাবী উত্থাপন করা হয়েছে তা এই দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে দুঃখজনক বলেই গণ্য হবে। যেমন, তারা সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির বহিষ্কারাদেশের সুষ্ঠু সমাধান, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রফেসরের বহিষ্কার, ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের পদত্যাগ এবং উচ্ছৃংখলতার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দাবী জানিয়েছে।

এ সব দাবী মেনে নেয়ার পরিষ্কার অর্থ দাঁড়াবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকে জায়েজ হিসেবে গণ্য করা এবং অসদুপায়ের ঘটনা যার হাতে ধরা পড়েছে সেই শিক্ষককে শাস্তিদান এবং ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতাকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া। বুয়েট কর্তৃপক্ষ যদি এই দাবী মেনে নেন তাহলে, অন্যায় ও উচ্ছৃংখলতার কাছেই যে নতি স্বীকার করা হবে—এটা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই, বলতেই হয়, ছাত্রদের কর্ম ও আচরণে অবশ্যই দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। আর ন্যায়নীতি ও যুক্তিগ্রাহ্যতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার মাধ্যমেই তা করতে হবে। পরীক্ষা সে যে পর্যায়েরই হোক, তাতে অসদুপায় অবলম্বনকে কোনো অজুহাতেই সিদ্ধ বলে গণ্য করার অর্থ হবে পরীক্ষা পদ্ধতির কার্যকারিতা বিনষ্ট করা। এটা করার এখতিয়ার কোনো শিক্ষাঙ্গনের কর্তৃপক্ষেরই নেই এবং এটা করতে বাধ্য করার জন্য উচ্ছৃংখলতার আশ্রয় নেয়ার এখতিয়ারও ছাত্রদের নেই।